بسم الله الرحمن الرحيم

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে বিমান বাহিনী প্রধানের বাণী

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১শে নভেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার আপামর জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের এই দিনে দেশের আপামর জনতার সাথে একাত্ম হয়ে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সূচনা করে সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ত্রিমাত্রিক আক্রমণ। সম্মিলিত এই আক্রমণে দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় এবং বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে আনে লাল সবুজের পতাকা। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে নিজস্ব বিমান না থাকায় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পক্ষত্যাগকারী সদস্যগণ সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্বতন্ত্র বাহিনী গঠনে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার প্রদত্ত মাত্র তিনটি বিমান নিয়ে কিলো ফ্লাইট নামে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যাত্রা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে কিলো ফ্লাইট পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার ও অটার বিমান দিয়ে ৫০টি সফল অভিযান চালিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়কে ত্বরান্বিত করে এবং আকাশযুদ্ধে সৃষ্টি করে এক অভূপূর্ব বিস্ময়। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতার দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতায় অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার ও এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে যাত্রা শুরু করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মাত্র তিনটি বিমান নিয়ে যে বাহিনীর জন্ম, ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আজ সেই বাহিনী অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, র‍্যাডার, ক্ষেপণাস্ত্র এমনকি বিমান ওভারহলিং প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ একটি পেশাদার পূর্ণাঙ্গ বিমান বাহিনী। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে একটি কার্যকর ও আধুনিক বিমান বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। ফলে আমাদের সক্ষমতা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ দেশের আকাশসীমা প্রতিরক্ষার পাশাপাশি দেশ গঠন, দেশে বিদেশে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে নিজেদের আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনী দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উচ্চ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর সদস্যগণ দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিমান বাহিনীর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি অব্যাহত রাখবে।

আজকের এই গৌরবময় দিনে আমি বিমান বাহিনীর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। পরিশেষে, আমি বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

শেখ আব্দুল হান্নান, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি
এয়ার চীফ মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান

Scanned with CamScanner